আধুনিকতা উত্তর আধুনিকতা প্রসঙ্গে সম্ভাবনা তত্ত্ব

ধনঞ্জয় ঘোষাল

আধুনিকতার অর্থ আজ মানুষের কাছে পরিস্কার। কি অর্থে একটি জাতি, সভ্যতা বা সভ্যতার মানুষজন আধুনিকতা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আধুনিকতার সঙ্গ ধরেই উত্তর আধুনিকতা বা Post Modernism শব্দটির প্রয়োগ এখন অনেক ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ নিজেদের Post Modernist বলছেন, কেউবা কিছু আরোপিত নিয়মনীতির আওতায় দাঁড়িয়ে তাদের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় উত্তর-আধুনিকতার আলোকপাত ঘটাচ্ছেন। কিন্তু এ ঘটনা পরিস্কার যে উত্তর-আধুনিক কিম্বা উত্তর-আধুনিকতার তত্ত্বমূল বিশ্লেষণ কি তা অধিকাংশ পাঠক বা সৃষ্টিশীল মানুষের কাছে অস্পষ্ট আচ্ছন্নতায় বন্দী।

যাঁরা দেরিদা, ফুকো ইত্যাদি অধ্যয়ন করেছেন বা এঁদের তত্ত্বের আলোচনা পড়েছেন তাঁদের কাছে Post Modernism হয়ত বা কিছুটা আলোআঁধারির অস্পষ্টতা কাটিয়ে অতি ধীর উন্মোচনে নির্দিষ্ট ব্যাখ্যায় যথোপযুক্তভাবেই প্রসারিত।

বলাবাহুল্য এই চিন্তাতত্ত্ব বিদেশী দার্শনিকদের মস্তিষ্কপ্রসূত যাঁদেরকে আমরা এদেশের চিন্তাস্তর দিয়ে আধুনিক বলেই জানি।

উত্তর-আধুনিকতাকে কেউ আধুনিকতার অন্তিম ধারাবাহিকতা হিসাবে বিবেচিত করেছেন। কেউ বা বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে চেয়েছেন। সে যাই হোক না কেন এ দেশে তথা পশ্চিমবাংলায় এখন বোধহয় এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্র বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রস্তুতি লাভ করেনি যথোপযুক্ত বই-এর অভাবের জন্য। ফলে শব্দটি যত জোরে এসে ধাক্কা দেয় তার অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি ততদূরেই থেকে যায়।

'৬০-এর দশক থেকে এই তত্ত্ব ইউরোপের সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে তার অস্তিত্ব প্রমাণে নাছোড় হয়ে ওঠে। দেরিদা, ফুকো,লিওতার প্রমুখ ব্যক্তিরা একটা ভাঙাগড়ার কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে তাদের তত্ত্বকে এমনভাবে বইয়ে নিয়ে এলেন যে ভাষার ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা, বা অর্থের অস্থিতিশীলতা বা প্রচলিত অর্থের ভিন্নতাকে দেখতে পাওয়া যায়। দেরিদার মতে The meaning of meaning is infinite implication, the indefinite referent of signitior to signified…..

দেরিদা, ফুকো প্রসঙ্গে এই চিন্তাতত্ত্বের আলোচনার চেয়ে আমার ব্যক্তিগত দর্শনে উত্তর-আধুনিকতার লাগামটি খুঁজে নেওয়া অপরিহার্য।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি সাহিত্য একটি বিজ্ঞান। যা সরাসরি পদার্থবিদ্যা বা রসায়নতত্ত্বকে সঙ্গে না নিয়েই স্বরচিত সামাজিক সমাজ বিজ্ঞান, সাহিত্যে মানুষের অস্তিত্বের সময়সীমা অনুগ একটি ধারাবাহিক সমাজ বিজ্ঞান সাহিত্যে অপরিহার্য বা যে সাহিত্যে সমাজ বিজ্ঞান তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ দ্বারা স্বচ্ছ নয় তা মানুষের কাছে অপ্রয়োজনীয়। সমাজ বিজ্ঞান বলতে আমি বুঝি সামাজিকতার বৃত্তের ভিতর ও বাইরের প্রতিটি সম্ভাবনাকে সম্ভাব্য আধুনিকতা দিয়ে মূল্যবোধের পরিকাঠামো তৈরি করা।

এ ক্ষেত্রে সাহিত্য যেমন আমার কাছে বিজ্ঞান হয়ে ওঠে তেমনি সাহিত্যও একটি অপরিহার্য প্রয়োগ সৃষ্টির গতিময়তাকে অব্যাহত রাখে। বিজ্ঞানের সাহিত্য কোনো Experiment-এর বর্ণনা বা নিয়মনীতি নয়। বিজ্ঞানের সাহিত্য আমার কাছে সেই চিন্তা যার দ্বারা বিজ্ঞান কিছু আবিষ্কার করার প্রাথমিক কর্মসূচী গ্রহণ করে। অর্থাৎ আবিষ্কার পূর্ববর্তী যে ভাবনা বিজ্ঞানীদের তীব্র সংকটের ভাষা হয়ে ওঠে আমার কাছে তা বিজ্ঞানের সাহিত্য। এই চিন্তাই মানুষের উন্নয়নের প্রথমতম ধাপ।

যদি বিজ্ঞানের সাহিত্য ও সাহিত্যের বিজ্ঞান দুটি রেখা হয় তবে প্রতিটি কালেই এই দুই ভাবনার ছেদিতাংশেই মানুষের সেই সময় অনুযায়ী চরম উন্নতিকাল রূপেই বিবেচিত হয় এবং তৎকালীন সময়ের সাপেক্ষে তা আধুনিক অর্থাৎ আধুনিকতার সংজ্ঞা যেমন এক বাক্যে দেওয়া যায় না তেমনি আধুনিকতা বলতে চিরকালীন কোনো সময়সীমা নির্ণয় করে না। বরং বলা ভাল প্রতিটি আধুনিকতাই অসংজ্ঞাত সময়সীমার চেয়ে ততখানি দূরত্বেই আছে যে দূরত্বটি মানুষের প্রতিমুহূর্তের সংকট থেকে উত্থিত একটি ধারাবাহিক চিন্তা স্তর।

সাহিত্য ও শিল্পে যে সামাজিকতা লক্ষ্য করি তা ইতিহাস হয়ে ওঠে একসময় যখন তৎকালীন শিল্প ও সাহিত্যকে ফেলে রেখে আধুনিকতা তার নতুন পরিধান গ্রহণ করে। অর্থাৎ কোনো একটি দেশের অগুন্তি সময়ের সাহিত্য সংযোজনই সেই দেশের ইতিহাস।

বিজ্ঞান তেমনি ভাবেই ইতিহাসে চলে যায় ধীরে ধীরে আধুনিকতার অবয়ব নির্মাণে বিজ্ঞান ও সাহিত্য যুগপৎ কাজ করে চলে। দেখতে দেখতে এমন একটা সময়সীমা আসে যেখানে আবিষ্কারের দ্রুততার সঙ্গে অনাবিষ্কৃত চিন্তার মৌলিকতা সন্ধি স্থাপন করে। আবির্ভাব ঘটে এমন একটি ভাবনার যে ভাবনাটি বিজ্ঞানভিত্তিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই খানিকটা অনাবিষ্কৃত জগৎকে সিদ্ধ করে ফেলে এবং পরিশেষে একটি সম্ভাবনা হয়ে ওঠে যার দ্বারা হাজার সম্ভাবনাকে সিদ্ধকরার একটি ইঙ্গিত থেকে যায়।

সরলরেখা কি, এ সংজ্ঞা আজ সবাইকার জানা। সরলরেখার জ্যামিতি জানা, গণিতের ভাষায় সরলরেখা প্রকাশিত। তার মান, দিক, পরিমিতি অনুধাবন আজ আর কঠিন নয়। কিন্তু সরলরেখা আবিষ্কারের আগে মানুষ আবিষ্কার করেছিল বিন্দুকে। পরবর্তী ক্ষেত্রে ইউক্লিড বললেন, দুটি বিন্দুর মধ্যে নিকটতম বা সবচেয়ে কমদূরত্বই হল সরলরেখা। তৎকালীন বিজ্ঞানীরা বললেন, গণিতের প্রমাণ কই? ইউক্লিড নিত্তর। অর্থাৎ তাঁর চিন্তা ও দর্শন গাণিতিকভাবে প্রতিষ্ঠালাভের আগেই এমন একটি সম্ভাবনা প্রকাশ করেছিল যা সরলরেখা সংক্রান্ত ভাবনার হাজার সম্ভাব্য চিন্তার মৌলিক উপাদান হিসেবেই বিবেচিত হয়েছিল।

এইভাবেই এক একটা সময় আসে যখন চিন্তা আগুন ও ধোঁয়া দুটোই বয়ে বেড়ায়। পরবর্তীক্ষেত্রে শুধুই আগুন ধোঁয়ার অপসারণ, বিজ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ ঘটে।

এমনি করেই একের পর এক আবিষ্কার ঘটে যাবার পর মানুষের মন তথাকথিত আবিষ্কারের চিন্তাভাবনা থেকে সরে দাঁড়িয়ে নতুন কিছু ভাবতে থাকে। অনেকটা ছবি আঁকার মতো। প্রথমে যা দেখছি তার অনুকরণ, বাড়ি, ঘর, জঙ্গল, নদী ইত্যাদি। তারপর অনুকরণীয় অভ্যাসের দ্বারা Perfection অর্জন। এবং Perfection বজায় রেখে ক্রমাগত অভ্যাস যখন একঘেয়ে হয়ে দাঁড়ায় তখন শিল্পীর সংকট উপস্থিত হয়। সে তখন নতুনতর মাধ্যম খোঁজে এবং একসময় মাধ্যমও গৌণ হয়ে যায়। ভাবই প্রধান হয়ে ওঠে, তাকে নতুন আঙ্গিক নিয়ে ভাবতে শেখায়। অর্থাৎ প্রচলিত চিন্তার বাইরে বেড়িয়ে যাওয়ার যে তাগিদ দেখা দিল সেই মুহূর্তটিই চরম আধুনিকতার শেষ সীমা এবং পরবর্তী ধাপটিই উত্তর আধুনিকতা অর্থাৎ আধুনিকতার বিনির্মাণে সেই সব ভাবই অন্যভাবে ফুটে উঠলো। গাছ, বাড়ি, নদী আর আদপেই গাছ, বাড়ি, নদী রইলো না। তাদের রঙ ও জ্যামিতি গেল পাল্টে, ক্রম পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গাছ হয়ে উঠলো গাছের মতো,নদী হয়ে উঠলো নদীর মতো ইত্যাদি। এবং ছবির ভেতর অদৃশ্য আবহে এই সম্মিলিত ভাঙাগড়া দর্শকের হৃদয়ে নতুন কোনো সম্ভাবনার সঞ্চার ঘটালো। অর্থাৎ আধুনিকতা দিয়ে যে গতানুগতিকতার চরম প্রাপ্তি তার ঘটেছিল সেই গতানুগতিকতার পৌনপুনিকতা ভেঙে ছবি হয়ে উঠলো হাজার ছবির সম্ভাব্য একটি বুনিয়াদ। এখানেই নিঃশব্দে ঘটে যায় বিমূর্তায়ণ বা বিনির্মাণ যা আগামী অস্তিত্বের যে চিন্তাস্তর তার সঞ্চারপথের হাজারো রেখা ফুটিয়ে তোলে। আমার ধারণা অনুযায়ী আধুনিকতার উত্তরণ ঘটে যায় এবং চলতি শব্দে Post-Modern চিন্তা এসে উপস্থিত হয়।

উত্তর-আধুনিকতাবাদ যেভাবে পশ্চিমী মানুষের চিন্তায় ও চেতনায় এসেছে এদেশের মানুষের কাছে বোধ হয় ততখানি নয়। বিস্তৃত আলোচনায় যাবার আগে একথা সত্যি অন্তত আমার কাছে যে, Post-Modern বলতে আদপেই আধুনিকতাকে অতিক্রম করে কিছু, আধুনিকতার থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে আরেকটি আধুনিকতা বা আধুনিকতার অন্তিম সময় বলে ঘোষিত ভাবনা ইত্যাদি কিছুই বোঝায় না।

Post-Modern চিন্তার অস্তিত্ব আমার কাছে নিরর্থক। কারণ আধুনিকতার উত্তর বলে কিছু নেই বা হতে পারে না। যা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব না করে কল্পনার সূক্ষ্ম চিন্তা দিয়ে অনুভবে আসে তা প্রকৃত অর্থেই Abstract বা বিমূর্ত। এবং আধুনিকতা এইরকম এক অনুভব যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় পরন্তু অনুভব অনুগ এক ব্যাপ্তি। এবং যা এইরকম ভাবে অনুভবে আসে তা অসংজ্ঞাত, তার সীমা বা পরিসীমা বলে কিছু হতে পারে না। এবং যা অসংজ্ঞাত তার প্রাথমিক বা অন্তিম বলে কিছু থাকতে পারে না।

সুতরাং আধুনিকতা আমার কাছে অসংজ্ঞাত অনির্দিষ্ট একটি অনুভব। দৈনন্দিন জীবনের উন্নতিসাপেক্ষ প্রবাহিত সময়ের যে ঢঙ তাকে কেউ কেউ আধুনিকতা বলতে পারেন। এবং আধুনিকতা যথার্থ অর্থেই প্রযুক্তির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। প্রযুক্তির উন্নত প্রয়োগ সাপেক্ষে জীবন যাত্রার পরিকাঠামোয় যে রদবদল অবিরত হয়ে চলেছে মানুষের সুখ ও সুবিধার্থে তার বৃদ্ধি সূচক ইঙ্গিত দ্বারা আধুনিকতার পরিমাপ করার ব্যাকুলতা আমাদের সকলের। এই সূচকের সাপেক্ষেই একাল, সেকাল, আধুনিককাল ইত্যাদি ঘোষণা করা হয়ে থাকে।

বলা যায় আজ থেকে পাঁচশো বছর আগের তুলনায় আমরা আধুনিক। কেননা, বিজ্ঞানের প্রযুক্তির প্রয়োগে চিন্তাস্তরের ক্রম-উন্নতির মধ্য দিয়ে জীবনযাত্রার এই পটপরিবর্তন ধনাত্মকমুখী। তেমনি আজ থেকে পাঁচশো বছর আগের সময়কালটির যে জীবনযাত্রা ও পরিস্থিতি ছিল তা হাজার বছর পূর্বের চেয়ে আধুনিক ছিল। সুতরাং আধুনিকতা একটি আপেক্ষিক মাত্রা। তবে কি হাজার বছরের ফেলে আসা সেই সময়টিকে আর আধুনিক বলা যাবে না? বস্তুত তাকে প্রাচীনকাল বলেই ধরা হয়। তেমনি আজ থেকে হাজার বছর পরে এই ২০০০ কেও তখনকার মানুষেরা প্রাচীনকাল বলেই অভিহিত করবে। তা বলে কি আমরা এটা বলে থাকি আগামীর তুলনায় আমরা প্রাচীন? তা বলি না কারণ আগামী সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না।

আমার কাছে প্রতিটি সময়ই আধুনিক। কেননা, নিউটন মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করার আগেও মহাকর্ষের নিয়মগুলি পৃথিবীতে ছিল। আলোর ধারণা আইনস্টাইনের প্রমাণের পূর্বেও আলোর সে ধর্মগুলি পৃথিবীতে ছিল। তাহলে ঘটনাটি ঘটল কি? আমরা আবিষ্কারের সাপেক্ষে যে আধুনিকতার বড়াই করি তা প্রকৃত অর্থে আবিষ্কারের পূর্বেও ছিল যথাযথ ভাবে, শুধু বোধের আড়ালে ছিল এই যা। তাহলে নিয়মনীতির নির্দিষ্টতা ধ্রুবক হয়ে দাঁড়ায়। এবং এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, না জানি আরও কত কী ঘটে চলেছে চোখের সামনে আমরা দেখেও দেখিনা, আবিষ্কারের সূক্ষ্ম আড়ালে থেকে যায়। সুতরাং পৃথিবীর ভিতর লুকিয়ে থাকা এইসব ঘটনার পুঞ্জীভূত রূপই আধুনিকতা যা কখনো কখনো প্রকাশ হয়ে পড়ে বিজ্ঞানীদের অনুভবে, গণিতে, চিন্তা ও চেতনায়।

পৃথিবীতে যে যে সময়ের সাপেক্ষে তৎকালীন ঘটনা বা জীবনযাত্রার অনুভব আধুনিক হয়ে ওঠে সেইসমস্ত সময়ের যোগফলই আধুনিকতা নির্মাণের ধারাবাহিক ফল। তেমনি আগামী দিনের সাপেক্ষে আগামী চিন্তাও আধুনিক বলেই বিবেচিত হবে কারণ আধুনিকতা ধনাত্মক বা ঊর্ধ্বমুখী একটি ভাবনা ও প্রয়োগ। সুতরাং আধুনিকতার নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই, মাপ, পরিমাপ নেই। এবং এই অনির্দিষ্টতাই প্রমাণ করে যা আধুনিক তা চিরকালই আধুনিক তার অন্তিমকাল বা উত্তর আধুনিকতা বলে কিছু থাকতে পারে না।

সুতরাং পশ্চিমীদের বানিয়ে তোলা এই উত্তর-আধুনিকতা মতবাদ প্রকৃত অর্থেই আধুনিকতাকে সমৃদ্ধকারী মতবাদ, আধুনিকতা বর্জিত নয়, বা আধুনিকতার অন্তিমতাকে প্রকাশ করে নতুন কিছু বলা তাও নয়। আধুনিকতাকে সিদ্ধ করার জন্য আরেকটি আধুনিকতা।

চিন্তাশীল মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ পরিস্থিতিকে পাল্টে ফেলা। অর্থাৎ অবস্থার রূপান্তর ঘটানোর ইচ্ছেটাই চিন্তাবিদ, সংবেদনশীল মানুষের অন্যতম একটা প্রয়াস। এবং যে কোনো মানুষের একটি স্বাভাবিক ধর্মই হলো সময় থেকে ছুটি নেওয়া। অর্থাৎ কিনা যে পরিবেশে সে রয়েছে তাকে দ্রুত বদল করে ফেলা। এই বদলে ফেলার ইচ্ছে থেকেই জন্ম নেয় সৌন্দর্য জ্ঞান এবং মানুষ ও প্রকৃতির ভিতর দেওয়া-নেওয়ার একটা অবিরাম বোঝাপড়া। প্রতিমুহূর্তেই কাঙ্খিত মুহূর্তকে ফেলে অন্য একটি মুহূর্তকে আস্বাদনের ইচ্ছেটাই প্রগতির মূল বুনিয়াদ। ইতিহাস থেকে দেখা যায় এই প্রতি মুহূর্তের পলায়নী মনোবৃত্তি থেকেই প্রস্তরযুগ থেকে ধাতবযুগে উত্তরণ, ধাতব যুগের অব্যাহত জীবনযাত্রার ক্রমাগত পটপরিবর্তন থেকে কমপিউটার যুগ, তারপর সুপারকমপিউটার ইত্যাদি ইত্যাদি এবং একটি জিজ্ঞাসা।

ঊনিশশো সালের শু বা তার কিছুটা আগে থাকতেই বিজ্ঞানে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জন্ম হয়। বোর, রাদারফোর্ড, হাইসেনবার্গ, স্রডিঙ্গার প্রমুখ বিজ্ঞানীরা নানা ধারণা দিতে শু করলেন। যে ধারণাগুলি পূর্বের বহু যুগান্তকারী আবিষ্কারের মতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। অর্থাৎ অনুভব ও চিন্তার উপর দাঁড় করালেন কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে গণিতের সাহায্যে। এমন কি কোন কোন জায়গায় অমীমাংসিত রয়ে গেল গণিতের ফলাফল।

সেই সময়েই হাইসেনবার্গ অনিশ্চয়তা নীতি বা Uncertainty Principle -এর ধারণা দিলেন, It is impossible to determine exactly both the position and the momentum of an electron or any moving particle at the same time–এই ধারণা অনুযায়ী চরম অনিশ্চয়তা থেকেই নতুনভাবে বাঁক নিতে শু করলো কোয়ান্টাম তত্ত্ব। এবং দেখা যেতে লাগলো চিন্তান্তরের বিস্তার ক্রমশ ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে একাধিক ঘটনাকে সিদ্ধ করে এবং পাশাপাশি আরও কিছু সম্ভাবনাও দিয়ে যাচ্ছে।

প্রচলিত আবিষ্কারের পরিকাঠামো ফেলে এইসব বিজ্ঞানী সরে এসে চরমভাবে প্রয়োগ করতে লাগলেন তাঁদের চিন্তাধারা। যা Abstract বা বিমূর্ত বলেই আমার কাছে মনে হয়। এই বিমূর্তায়নই বিজ্ঞান ব্যতিরেকে ছবিতে এনেছিলেন বহু চিত্রশিল্পী। তাঁদের ছবি প্রচলিত ছবির বাইরে বেরিয়ে এসে অন্যরকমভাবে ফুটে উঠলো।

ধীরে ধীরে প্রতিটি ক্ষেত্রেই পূর্বেই যা বলেছি পলায়নী মনোবৃত্তি থেকে চিন্তাবিদরা অন্য এক ধারণায় এসে উপস্থিত হলেন। এবং এমন ধারণা, যা ওই কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বিমূর্ত চিন্তার মতো সুদূর প্রসারী ও সম্ভাবনাযুক্ত। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মানব-মানবীর কড়চা লিখে যারা সাহিত্যিক হলেন তারাও বেরোতে চাইলেন। এবং প্রচলিত সম্পর্কের বাইরে দাঁড় করিয়ে মানব-মানবীর ভিতর নিয়ে এলেন একাধিক সম্পর্কের সম্ভাবনা বিমূর্ত চিন্তার প্রসারণে।

এবং এই বিমূর্ত চিন্তার উপস্থাপনের জন্য ভাষা শৈলীর পরিবর্তন প্রয়োজন হয় পড়লো। অর্থাৎ দুটি শব্দের যুগপৎ পাশাপাশি বসার ভিতরও থেকে গেল চরমতম অনিশ্চয়তা।

এ ক্ষেত্রে ঈষৎ লেখালেখির অভ্যাস ও Quantum mechanic -- এর চর্চার দৌলতে হাইসেনবার্গের Uncertainty Principle আমায় ভাবিয়ে তুলেছিল। সেই অনিশ্চয়তা নীতির সম্ভাবনার গতিময়তার সাহিত্যের কবিতা, নাটক ইত্যাদি বহু রৈখিক শুধু নয় বহুমাত্রিক হয়ে উঠলো।

বস্তুত এই বহুমাত্রিকতা আমার কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি থেকেই সাহিত্যে নিয়ে আসা।

আধুনিকতার যে প্রসঙ্গে আলোচনা লিখতে বসেছিলাম Postmodernism চিন্তা সম্পর্কে প্রকৃত অর্থে তার নিউক্লিয়ার গঠন কোয়ান্টাম তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিমূর্তায়ণের সঙ্গে সদৃশ বলেই মনে হয়।

অনিশ্চয়তা তত্ত্ব বলে, কোনো গতিশীল কণার ক্ষেত্রে যুগপৎ গতিবেগ ও অবস্থান নির্ণয় অসম্ভব। এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করেই পরমাণুর ইলেকট্রনের হদিশ মিললো যথার্থভাবে স্রডিঙ্গার Wave function দিয়ে দেখালেন ইলেকট্রনের অবস্থানের Maximum Probability।

বিজ্ঞানে যখন এই যুগান্তকারী ঘটনার ঘনঘটা চিত্রশিল্পে তখন পিকাসো ভাবছেন সংশ্লেষণী ঘনক বাদ (কিউবিজম নিয়ে)। ইউরোপের ছবির দুনিয়ায় তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে নতুন নতুন রেখা ও রঙ প্রয়োগের অবিশ্বাস্য ঘটনামালায়। মনেট, ভ্যানগঘ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ চিত্রকরের তুলিতে জন্ম নিচ্ছে নতুন ছবির দুনিয়া।

তার পরে একদল দার্শনিকেরা হাজির করলেন Post-Modernism অর্থাৎ উত্তর আধুনিকতাবাদ। বস্তুত যে বিপ্লব শিল্পে ঘটে গেছে ইতিপূর্বে তা অনিশ্চয়তা তত্ত্বের খুব কাছাকাছি কোনো এক ধারণার ফল।

এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে যেখানে চরম অনিশ্চয়তা সেখানেই সর্বোচ্চ সুস্থিরতা পাবার ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারে। এবং চরম অনিশ্চয়তার ভিতর সর্বোচ্চ সুস্থিরতার লক্ষণই আমার কাছে Probability Theory বা সম্ভাবনা তত্ত্ব হয়েই গড়ে উঠেছে।

এই সম্ভাবনা তত্ত্বই আমার মস্তিষ্ক প্রসূত এক ধারণা যা পৃথিবী সৃষ্টি থেকে ধবংস পর্যন্ত যে কোনো সময় সাপেক্ষের আধুনিকতাকেই সিদ্ধ করে। অর্থাৎ প্রতিটি মুহূর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অনিশ্চয়তাই আগামী অবস্থার সুস্থিরতার দিকে ধাবমান এবং সৃজনশীল, বিকাশের চরমতম নিয়ামক।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনিশ্চয়তার অনুধাবনই শিল্প। এবং অনিশ্চয়তার প্রয়োজনে যে সুস্থিরতা আবিষ্কারের জন্য শিল্পী নাছোড় তা তার সময়কে উত্তীর্ণ করে যাবার একটি প্রয়াস, এই প্রয়াসই আধুনিকতার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে। বস্তুত এই অনিশ্চয়তা থেকে প্রাপ্ত সম্ভাবনাগুলিই বিভিন্ন মাধ্যম দ্বারা প্রকাশিত হয় যেমন নাটক, গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, ছবি, চলচ্চিত্র নির্মাণ ইত্যাদি। এই সম্ভাবনা এক রৈখিক বা বহু রৈখিক হতে পারে। এবং প্রতিটি সম্ভাবনাই আরেকটি আগামী অনিশ্চয়তাকে প্রকাশ করে আপাত সুস্থির একটি পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে।

সুতরাং সম্ভাবনা তত্ত্বের মূল বুনিয়াদ সুস্থিরতার বিশ্লেষণ অনিশ্চয়তার সাপেক্ষে অথবা অনিশ্চয়তার অনুর্ধাবন তার সর্বোচ্চ সুস্থিরতা খুঁজে বার করার জন্য। এবং কোনো একটি ঘটনা বা বস্তু বা সম্পর্কের ক্ষেত্রে বা যেখানেই সম্ভাবনা তত্ব প্রয়েঅগ করা হোক না কেন সেক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ও সুস্থিরতার যোগফল অসংজ্ঞাত বা অনির্দিষ্ট এবং এই অসংজ্ঞাত মানটিই আধুনিকতা।

এক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার দিকগুলি নির্ণয় করা জরী। যেমন কোনো কনিকার ক্ষেত্রে, যুগপৎ গতিবেগ ও স্থানাঙ্ক নির্ণয় করা অসম্ভব। একটি ইলেকট্রনের এই অনিশ্চয়তা আছে বলেই কক্ষপথে তাকে পাবার সম্ভাবনা সর্বোচ্চভাবে নির্নয় করা গেছে যেখানে কনিকাটি অনিশ্চয়তার দ্বারা তার স্বাভাবিক ঘুর্ণন বজায় রাখতে পেরেছে যা পদার্থটিকে তার ধর্মগুলি বজায় রাখতে সাহায্য করে।

অনিশ্চয়তার দিক নির্ণয় যেমন জরী তেমনি সেই অনিশ্চয়তার ফল সংক্রান্ত সুস্থিরতা খুঁজে বের করা প্রাসঙ্গিক।

তেমনি আজকের বিমূর্ত ছবির জগতে দেখা যাচ্ছে যে ছবির ভিতর সঠিকভাবে কোনো বস্তু, ঘটনা বা ইত্যাদি কিছু পাবার নিশ্চয়তা কম। অর্থাৎ বাস্তব অনুগ কিছু পাবার নিশ্চয়তা কম বলেই ছবির প্রকৃত বিষয়টির ফুটে ওঠার অনিশ্চয়তা প্রবল। দর্শকের কাছে এই অনিশ্চয়তা হাজার সম্ভাবনা তুলে ধরে কল্পনার দ্বারা তার মধ্যে থেকে কিছু খুঁজে বের করা এবং এই খুঁজে বের করার ক্ষেত্রেই ছবির ভিতর লুকিয়ে থাকা অর্থের সুস্থিরতা ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে ছবি বহুরৈখিক শুধু নয় বহুমাত্রিকও বটে।

কিন্তু যে ছবি বাস্তবের কলার উঁচিয়ে চলে, যেখানে অর্থের অনুধাবনে কোনো অনিশ্চয়তা খুঁজে বার করা কঠিন সেখানেও ছবিতে ফুটে ওঠা অর্থে ক্ষীণভাবে হলেও অনিশ্চয়তাকে তুলে ধরে এবং সেখানেও ছবির ফুটে ওঠা অর্থের সুস্থিরতা ততখানি, অর্থাৎ ছবি সম্পর্কে খুব কম সম্ভাবনাই দর্শকের মধ্যে ক্রিয়া করে।

কবিতার ক্ষেত্রে সম্ভাবনা তত্ব বড় বেশিরকমভাবে আরোপ করা যায়। আজকের আধুনিক কবিতায় একমাত্রায় কাকাজের বদলে বহুমাত্রিকতা সংযোজিত। একটি কবিতার দুর্বোধ্যতাই তার প্রকৃত অর্থের অনিশ্চয়তাকে প্রকাশ করে এবং সেখানে হাজার সম্ভাবনার বিশ্লেষণই কবিতার অর্থের চরমতম সুস্থিরতা প্রকাশ করে প্রকৃত অর্থের কবিতাকে সম্ভাবনা অনুগ করে তোলে। এ ক্ষেত্রে দুটি শব্দের পাশাপাশি বসার নিশ্চয়তা কতটুকু তার উপলব্ধির উপরই নির্ভর করে তাদের মধ্যে অর্থগত অনিশ্চয়তা কতখানি এবং এ দুই শব্দের যুগপৎ বসার সম্ভাবনার উপরই নির্ভর করে কত সুস্থির উপায়ে তারা অর্থকে তুলে ধরবে বা প্রচলিত অর্থনির্ণয়ের মানদন্ডকে ভেঙে দিয়ে বহুমাত্রিকতায় আত্মপ্রকাশ করবে।

কিন্তু যে সব কবিতায় এ সম্ভাবনা বা অনিশ্চয়তার আভাস কম তা প্রচলিত নিয়মের মধ্যেই পড়ে, সেখানে সময়সীমা নির্দিষ্ট, সেখানে আগামী সম্ভাবনার মস্তিষ্কপ্রসূত উন্নত চেতনা অনুপস্থিত, তা বলে তা আধুনিক নয় তা বলা ঠিক নয়।

Post Modernism বলতে আধুনিকবিদ্‌রা যা বলতে চাইছেন তা আদপেই আধুনিকতা বর্জিত কোনো ঘটনা নয় বরং চলতি আধুনিকতার বৃত্তীয় পরিধিকে এক অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভাবনা তত্ব দিয়ে যেখানে আধুনিকতার উৎসটি মস্তিষ্কে অবস্থিত আর তার পরিধি অনন্তে ধাবমান। যা অনন্ত, অসংজ্ঞাত তাকে মাপ করা যায় না, তাকে সম্ভাবনা দিয়েই প্রকাশ করা হয়। এবং প্রতিটি সময়েই এই সম্ভাবনা কাজ করে চলে এবং সম্ভাবনার ভিতর অযুত সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। যার প্রয়োগ এইরকম--

অনিশ্চয়তা * সুস্থিরতা

অনিশ্চয়তা — পি গ্ধ সুস্থিরতা

অনিশ্চয়তার ভিতর তার সুস্থিরতা কি পরিমাণে লুকিয়ে রয়েছে।

যেমন, মানুষ মরণশীল। বাক্যটিতে উক্তির নিশ্চয়তা যথার্থই। অর্থাৎ অনিশ্চয়তা নেই বললেই চলে। সুতরাং মানুষের মৃত্যুর সুস্থিরতা সামান্যই অর্থাৎ যখন তখন যে কেউ মরে যেতে পারে। এক্ষেত্রে পি এর মানই মানুষের গড় আয়ু নির্ণয় করে। অর্থাৎ মানুষের মৃত্যুদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকার সম্ভাবনাই 'পি' দ্বারা প্রকাশিত।

যেমন, এ শুয়োরের বাচ্চা । বাক্যটিতে অনিশ্চয়তা প্রবল। অর্থাৎ 'এ' একটি অক্ষর তা কখনোই শুয়োরের বাচ্চা হতে পারে না। বাস্তবে দেখা যায় 'এ' এর শুয়ে

ারের –বাচ্চা হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এক্ষেত্রে সুস্থিরতা নেই বললেই চলে বা শূন্য। এক্ষেত্রে 'পি' এর দ্বারা বোঝা যায় যে এ ঘটনা সম্ভাবনা তত্ত্বের মধ্যে পড়ে না। অর্থাৎ Physical Significance বাস্তব তাৎপর্য ব্যতিরেকে কোনো উক্তি সম্ভাবনা তত্ত্বের অর্থ প্রকাশ করে না।

যেমন, গাছ থেকে ফল পড়ে। ঘটনাটিতে ফল পড়ার নিশ্চয়তা প্রবল। পৃথিবীতে কোনো ফল না পড়ে আকাশে উড়ে যেতে পারে না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ফল পড়ার অনিশ্চয়তা কম, কম বলেই গাছেতে ফলটির লেগে থাকার স্থিরতা বা স্থিতিশীলতা কম, যে কোনো সময়েই খসে যেতে পারে। এক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার কম মানের জন্য তার ডালে লেগে থাকার সুস্থিরতাও কম।

যেমন, বনে থাকে বাঘ। বাস্তবে দেখা যায় বাঘের বনে থাকার নিশ্চয়তাই বেশি, অনিশ্চয়তা সামান্যই। সম্ভাবনা তত্ত্ব অনুযায়ী, বাঘ বা বনের স্থিতিশীলতাও কম। সম্ভাব্য পথ প্রমাণ করে যে কোনো সময়েই বন ধবংস হতে পারে বা বাঘের মৃত্যু ঘটতে পারে।

আবার, কারখানা বন্ধ হলেও শ্রমিকরা বেতন পাবে। ঘটনাটিতে দেখা যায় যে উৎপাদন বন্ধ হলে বেতন পাবার অনিশ্চয়তা প্রবল। নিযুক্ত শ্রমিকদের জীবনধারণের অনিশ্চয়তা অধিক। এবং সম্ভাবনা তত্ত্ব অনুযায়ী সেই সংকট মুহূর্তে বেঁচে থাকার সুস্থিরতা আনয়নের ইচ্ছেটাও বেড়ে যায়। সম্ভাবনা পথ বলে অধিক অনিশ্চয়তার জন্য সর্বোচ্চ সুস্থিরতা পাবার লক্ষ্যে শ্রমিকদের সামনে নতুন ভাবনার হাজার সম্ভাবনা উঁকি দেয়, দিতে পারে। এবং এই সংকট মুহূর্তই সম্ভাবনা তত্ত্বের মূল বুনিয়াদ যেখানে নতুন পরিকল্পনা, নতুন আবিষ্কার, নতুন প্রস্তুতি ঘটতে পারে।

সাহিত্যে, বিজ্ঞানে এই সংকট উপস্থিত। সম্ভাবনা তত্ত্ব বাস্তব তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে যে সম্ভাব্য সমাধানের সূত্র উঁকি মারে তা আধুনিকতাকে ধনাত্মক দিকে প্বাহিত করে। সুতরাং আগামী দিনে মানুষ চায় উন্নতির আরও কিছু ধাপ।

এতদিন পর্যন্ত যে সাহিত্য লেখকেরা করে এসেছেন তাতে আধুনিকতাকে অতিক্রম করার ইঙ্গিত খুব কমই ছিল। বরং বলা যায় যে সম্পূর্ণ বাস্তব অবস্থাটাকে ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে চালনা করিয়ে তার বিশ্লেষণই সাহিত্য নির্মাণের মূল পটভূমি ছিল। সেখানেও ঘটনার ক্ষেত্রে সম্ভাবনা তত্ত্ব প্রয়োগ করা যায়। এবং তা থেকে যে সম্ভাব্য পথ বেরিয়ে আসার কথা ছিল তা না বেরিয়ে বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেখকেরা আবার একটি দ্বন্দ্বে ঢুকে পড়েছেন।

খুব ভালভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তৎকালীন বা এখনও অনেক ক্ষেত্রে গল্প বা উপন্যাস ভীষণভাবে একমাত্রিক। বহুমাত্রিকতার প্রয়োগ খুব কম জায়গায় উপস্থিত। বহুমাত্রিকতা মানেই অনিশ্চয়তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা এবং অনিশ্চয়তার মানের উপর ঘটনার স্বাভাবিকতায় নিয়ে যাবার প্রবণতায় যে সম্ভাব্য চিন্তা গড়ে ওঠে তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদর্শায়িত বা নিমজ্জায়িত হয়ে স্পষ্ট হয়।

এক্ষেত্রে সম্ভাব্য পথটিই আধুনিকতাকে এগিয়ে নিয়ে চলে। এবং এই পথটি দু'ভাবে বিভক্ত। একটি চলতি আধুনিকতা সম্বলিত আদর্শায়িত এবং দ্বিতীয়টি সম্ভাব্য আধুনিকতা অনুগ বিমূর্তায়িত।

সম্ভাব্য পথটি যদি বাস্তবমুখী ঘটনার কাছাকাছি কোন অবস্থাকে গড়ে তোলে তবে তা আদর্শায়িত সেখানে অনিশ্চয়তা কম।

এবং যেখানে অনিশ্চয়তা প্রবল সেখানে সম্ভাব্য পথের সমাধান সূত্র সর্বোচ্চ স্থিতিশীলতা বা সুস্থিরতার দিকে ঝুঁকে যায় বিমূর্তায়ণের মধ্যে দিয়ে। সেখানে বাস্তবকে অতিক্রম করে যাবার ইচ্ছেটাও দানা বাঁধে। ইন্দ্রিয়ব্যতীত কাল্পনিকতা দিয়েও বুঝে নিতে হয় অনেক কিছু।

সাহিত্যে এতদিন যা কিছু সব হয়ে এসেছে তা আদর্শায়িত হবার লক্ষ্যে। অর্থাৎ অনিশ্চয়তার ঘাত সেখানে কম। কিন্তু এখন অনেকেই আদর্শায়িত ভঙ্গিমা পরিহার করে বিমূর্তায়িত হবার লক্ষ্যে এগোচ্ছেন।

সাহিত্যে তাই হয়তো, বিশেষত কবিতায় চরম বিমূর্তায়ণ ঘটে গেছে। অর্থাৎ শব্দ প্রয়োগের নিশ্চয়তায় যে অনিশ্চয়তা ফুটে উঠেছে যাকে বোধের দ্বারা খন্ডন করতে হয় অর্থের স্থিতিশী লতার জন্য তা বিমূর্তায়ণ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

সম্ভাবনা তত্ত্বের বহু ঘটনা উল্লেখ করা যায়। যেমন মানুষ যেদিন ভেবে ছিল পাখির মতো উড়ে যাবে, চিন্তার সেই ধাপেউড়ে যাবার ঘটনাটিতে ছিল চরম অনিশ্চয়তা, বাস্তবে দেখা গেল উড়ে যাওয়ার চরম সুস্থিরতায় এরোপ্লেনের আবিষ্কার। আবার যখন ভেবেছিল এক জায়গায় বসে অন্য জায়গার ঘটনা দেখবে তার মধ্যেও ছিল সর্বোচ্চ অনিশ্চয়তা,সর্বোচ্চ সুস্থিরতার প্রশ্নে আবিষ্কার হয়ে গেল দূরদর্শন। যেমন ভাবেই পৃথিবীর প্রতিটি আবিষ্কারের চিন্তাস্তরের অনিশ্চয়তার গভীরতার সঙ্গে আবিষ্কৃত ফলের সুস্থিরতা ওতপ্রোতভাবে একটা নিশ্চিত রূপেই সত্য যে চরম অনিশ্চয়তার সঙ্গে চরম সুস্থিরতা বা স্থিতিশীলতা বা সৃজনশীলতা যুক্ত।

আগামী দিনের সাহিত্য তাই হওয়া উচিৎ সম্ভাব্য কোনো ইঙ্গিতবাহী অস্তিত্বের দিনলিপি। সেখানে প্রেম থাকবে, তেমনি প্রেমের পরে কি বা প্রেম আর কী সম্ভাবনার প্রসার ঘটাচ্ছে বা ফেলে রেখে যাচ্ছে চরম অনিশ্চয়তা তাও দেখা দরকার। রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতায় এরকম বহু লাইন আছে যেগুলির মধ্যে অর্থের তীব্র অনিশ্চয়তায় গভীর সম্ভাবনাযুক্ত বোধের বৃত্ত রচিত করেছে। তা আধুনিক। বলা ভাল চিরকালের আধুনিক। এই অনিশ্চয়তাবোধ রবীন্দ্রকাব্যে আছে বলেই রবীন্দ্রনাথের পতি প্রেম ও রবীন্দ্রনাথ অন্বেষণ ফুরোয় না। হাজার হাজার গবেষক তাঁকে নিয়ে কাজ করেছেন এই কারণেই যে,সম্ভাবনার হাজারদুয়ারী সেখানে লক্ষ দুয়ারে পরিণত। আরও একহাজার গবেষক তাঁকে গবেষণা করলে আরও হাজার সম্ভাবনা বেরিয়ে আসে, যা অনন্তকে ধীরে ধীরে প্রকাশ করার একটি ইচ্ছে মাত্র। রবীন্দ্রকাব্য আমার কাছে একটি বৃত্ত। বৃত্তটি তার কাছেই তত বড় যে যত বেশি ছাড়তে পারে জ্ঞানের ও বোধের নিখুঁত বিশ্লেষণ দিয়ে। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সময়কে উত্তীর্ণ করে যাওয়া। অর্থাৎ লক্ষ বছর আগের বা পরের কোনো সময়ের অভিঘাতে ভেঙে পড়ে না রবীন্দ্ররচনা। সম্ভাবনা তত্ত্বটির যদি প্রয়োগ ঘটিয়ে তার সক্রিয়তা প্রমাণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তবে রবীন্দ্রনাথের উপর প্রয়োগেই তত্ত্বটি সবচেয়ে বড় বেশিরকমভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ বোধের সঙ্গে অবশেষে মিলে

যায় ভারতীয় অদ্বৈতবাদের চরম সম্ভাব্য মাত্রার টানাপোড়েন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-র কথায় 'যত মত তত পথ'।

সময় বলতে আদপেই কিছু নেই। আছে দিন ও রাত্রি এবং আহিক গতি ও বার্ষিক গতির সঙ্গে যুক্ত সম্ভাবনাকে ঘড়ি দিয়ে প্রকাশ। সময়ের তীব্র অনিশ্চয়তাও ঘড়ি নামক মাপযন্ত্রে সুস্থির। আর তার সাপেক্ষে ঘন্টা, বছর,কাল দিয়ে আধুনিকতার পরিমাপ। পরিশেষে উত্তর আধুনিকতার দার্শনিকদের প্রস্থান। সেই প্রস্থানও আবার সময়ের অনিশ্চয়তার ঘেরাটোপে সুস্থির ঘড়ির কাঁটার চক্রাকারে আবদ্ধ। সুতরাং সময় যদি চরম অনিশ্চিত কোনো অনুভব হয় তবে তার থেকে বেরোনোর অজুহাতে উত্তর আধুনিকতা নাম নিয়ে বেরোনো নিরর্থক।

আর ভাঙ্গাগড়ার প্রশ্ন চিরকালই চলছে, ঐ যে আগেই বলেছি রক্তে রয়েছে ছুটির মেজাজ, পালিয়ে যাবার উধোম টান।

সুতরাং পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তেই সৃজনশীল মস্তিষ্কপ্রতিনিয়তই ভেঙে ফেলছে পুরাতন পরিকাঠামো, শব্দের অবয়ব, রেখার জ্যামিতি, রঙের প্রলেপ, নাটকের আঙ্গিক, বিজ্ঞানের তত্ত্ব। এই ধারা অব্যাহত বলেই পৃথিবীতে অস্তিত্ব বজায় রয়েছে সবকিছু সঙ্গে নিয়েই। মতবাদ দিয়ে ধর্ম পাল্টানো যায় সংস্কার পাল্টানো কঠিন। তাই,পশ্চিমী মানুষের উত্তর-চিন্তা দিয়ে এ দেশের জ্ঞানী ও নির্বোধেরা স্বীকৃতির লোভে নিজেদের মুখোশ পাল্টাতে পারেন কিন্তু আভ্যন্তরীণ অনুভূতি কি এত সহজেই পাল্টানো যায়? যায়, যদি সহজাত হয়, বিবর্তন ও অভিযোজনবাদের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়।

সুতরাং সম্ভাবনা তত্ত্ব অনুত সম্ভাবনা নিয়েই হাজির, এই অধমের স্থূলচিন্তায় প্রকাশিত।

বিষণ্ণ বেলায় অপেক্ষা থেকে যায়, কবে হয়ে উঠবে আমাদের সাহিত্যে সম্ভাব্য এক লক্ষ বছরের বয়স্কপূর্ণ এক অধ্যায়? সেকি অলীক, তবে তো তাতেও সম্ভাবনা, অনিশ্চয়তা, তার মানেই কি অলক্ষ্যে আমরা চরম সুস্থিরতার দিকে ঝুঁকে যাচ্ছি?

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com